খায়রুল হত্যা মামলার চার্জশিট, ১৬ জন অভিযুক্ত

রাজধানীর সায়েদাবাদ আন্তঃজেলা টার্মিনাল বাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও আওয়ামী লীগ নেতা খায়রুল আলম মোল্লা হত্যাকান্ডের রহস্য উদঘাটন করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। গত বছরের ৭ নভেম্বর সন্ধ্যা পৌনে ছয়টায় মতিঝিল সমবায় ব্যাংকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার সিড়ির মধ্যবর্তী জায়গায় ছুরিকাঘাতে খায়রুলকে হত্যা করা হয়। নিহতখায়রুল ডেমরা-যাত্রাবাড়ী থানা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।মতিঝিল থানায় মামলা দায়ের হওয়ার একদিন পরই মামলাটির তদন্তভার গ্রহণ করে গোয়েন্দাপুলিশ। তদন্তের দায়িত্ব পান গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর রফিকুল ইসলাম।

গোয়েন্দা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার মো. মনিরুল ইসলামের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ইন্সপেক্টর রফিকুল ইসলাম একটানা তদন্ত চালিয়ে দ্রুত খায়রুল হত্যাকান্ডের ক্লু খুঁজে পান।
সায়েদাবাদ আন্তঃজেলা টার্মিনালের বাস মালিক সমিতির সভাপতি আবুল কালামকে গ্রেফতারের পর পরই দ্রুত আরো ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়। গোয়েন্দা দফতরে রেখে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের সময় আবুল কালাম নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন। এরপর মূল খুনীসহ সবাইকে পুলিশ রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে চারজন ঘটনার সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে। সে সাথে তাদের বক্তব্যে বেরিয়ে আসে মূল পরিকল্পনাকারী আবুল কালামের নাম।

আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবাবনবন্দি প্রদান করে আলমগীর হোসেন, নায়মুর রহমান দুর্জয়, সালাউদ্দিন ও আলম। এদের মধ্যে খায়রুলকে চারবার ছুরিকাঘাত করেছে আলমগীর হোসেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা জানান, আবুল কালামের পরিকল্পনায় হত্যাকান্ডের স্থান নির্বাচন করা হয় সমবায় ব্যাংকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার সিড়ির মধ্যবর্তী জায়গা। ঘটনার দিন খায়রুল সমবায় ব্যাংকে যাবেন এমন খবর কালাম আগে থেকে জানতেন। সে অনুযায়ী তিনি কিলারদের সেখানে পাঠান।
ব্যাংকের তৃতীয় তলার সিড়িতে পাঁচজন দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়। আর ঘাতক আলমগীর ছিল দুই সিড়ির মাঝখানে। নিচে ছিল আরো কয়েকজন। খায়রুল সিড়ি দিয়ে নামার সময় পাঁচজনকে অতিক্রম করার পরই উপর থেকে সংকেত দিলে আলমগীর ছোরা হাতে নিয়ে অপেক্ষায় থাকে। তার কাছে যাওয়ার সাথে সাথে খায়রুলকে চার দফা ছুরিকাঘাত করে সবাই দৌড়ে নিচে নেমে পালিয়ে যায়।

তদন্তকারী কর্মকর্তা আরো জানান, টার্মিনালের ইজারা নেওয়ার জন্য সমুদয় অর্থ দেন খায়রুল। কিন্তু আবুল কালাম নিজের নামে ইজারা নিলে বিরোধ শুরু হয়। এর আগে জয়কালি মন্দিরের কাছে কিশোরগঞ্জ রুট শ্রমিক কমিটির তৈয়ব আলীকে কমিটি থেকে বহিস্কার করা হয় বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে। আবুল কালাম বহিস্কারের জন্য খায়রুল দায়ি এমন কথা তৈয়বকে বিশ্বাস করান। সে সাথে কালাম সায়েদাবাদের অপর নেতা গিয়াস উদ্দিন জাফরকে খায়রুলের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেন। এরই ফলশ্রুতিতে খায়রুলকে হত্যা করা হয়। আর এ হত্যাকান্ডের মধ্যদিয়ে নিজের নামে ইজারা নেয়া এবং টার্মিনালে একা আধিপত্য বিস্তার করার রাস্তা পরিস্কার করেন কালাম।

তিনি আরো জানান, কালাম লাভবান হওয়ার জন্য দলের কিংবা কমিটির যে কোন লোককে সরিয়ে দিতে পিছপা হয় না। এর আগে সায়েদাবাদ আন্তঃজেলা টার্মিনালের বাস মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবু নাসের মোহাম্মদ তোহাকে সবুজবাগ এলাকায় ভাড়াটে কিলার দিয়ে হত্যা করিয়েছিল।